পাঠকের মতামত

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

নীরব সরকারঃ মিলিয়ন ডলার থেকে বঞ্চিত এদেশ

উন্নত বিশ্বের বীমা, ব্যাংক, বিনিয়োগ সংস্থা, ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী, প্রকাশনা গ্রুপ, এমন কি ব্যক্তির কাজ সস্তা মজুরীর জন্যে দূর দেশে হচ্ছে। একাজগুলো করতে দশ হাজার অক্ষরের বাটন টিপতে আমেরিকায় খরচ পড়ে ১০ ডলার। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তা ২ থেকে ৪ ডলারে করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ৫০ সেন্টসে করা সম্ভব বলে কমপিউটারবিদরা মনে করছে। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'কমপিউটার ওয়ার্ল্ড' নামক একটি শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় ডাটা এন্ট্রির কাজ পাবার জন্য কতিপয় যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। যার সব যোগ্যতা অর্জনের ক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে। উপরন্তু ভৌগলিক অবস্থা এবং সময়ের ব্যবধানে রয়েছে বাড়তি সুবিধা। যেমন– আমেরিকায় যখন রাত, তাদের কমপিউটার নিষ্ক্রিয় থাকে তখন বাংলাদেশে দিনের কর্মঘন্টায় চলবে কাজ। টেলিফোন বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দিনে বাংলাদেশে এন্ট্রি করা কাজ সরাসরি আমেরিকায় নিষ্ক্রিয় কমপিউটারে এন্ট্রি হবে।

আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতসহ অন্যান্য দেশসমূহে সরকারী সহযোগিতায় বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে কমপিউটার পল্লী বা ডাটা এন্ট্রি ভিলেজ। আয় করছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। অথচ বাংলাদেশের অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ডাটা এন্ট্রির উদ্যোগ নিলেও সরকারের সহযোগিতার অভাবে বঞ্চিত হচ্ছে এ সুবর্ণ সুযোগ থেকে। আমার জানা মতে, আমেরিকান ট্রান্সক্রিপশন ইন্টারন্যাশনাল ঢাকার সাইটেক ও সাইপ্রোকে ১মিলিয়ন ডলার মূল্যের মেডিকেল ডাটা এন্ট্রির কাজ দিয়েছে। কাজের দক্ষতা ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে ১ বিলিয়ন ডলারের কাজ আসতে পারে। তার জন্যে ৩০ হাজার অপারেটর এবং ২ হাজার প্রুফ রিডার কর্মসংস্থান হবে। এস.এস.সি. মানের যে কেউ ২ সপ্তাহের প্রশিনে অাপারেটরের কাজ করতে পারবে। সরকারের নীরবতা বা অবহেলার জন্যে টিএন্ডটি'র ট্রান্সমিশনের অনুমতি মিলছে না। ডাটা এন্ট্রির জন্যে ৯৬ কিলোবাইট প্রতি সেকেন্ড ইন্টারনেট নোড নামের একটি শক্তিশালী ট্রান্সমিশন প্রয়োজন। বিদেশী কোম্পানীকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করতে সরকারের উদ্যোগ নিতে হবে। এবং ডাটা বিনিময়ের জন্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবহার প্রয়োজনে স্যাটেলাইট আর্থ ষ্টেশন বসানোর অনুমতি দিতে হবে। ১৯৯১ সালে সুইস এয়ার লাইন্সের একটি কাজ সরকারী নীরবতার কারণে চলে গেছে, আর সে কাজ হচ্ছে বোম্বেতে। এ মুহূর্তেও সরকারী সহযোগিতার অভাবে ট্রান্সক্রিপশন ইন্টারন্যাশনালের কাজটাও হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে।

আমি কিছুদিন আগে সংসদের স্পীকারের কাছে ডাটা এন্ট্রি ব্যাবসায়ী সম্ভাবনার দিক তুলে ধরে একটি চিঠি লিখেছিলাম। চিঠিতে আমার সবিনয় অনুরোধ ছিল– যুব সমাজের কর্মসংস্থান ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে জাতীয় সংসদে ডাটা এন্ট্রির ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে। উল্লেখ ছিল, বিলম্ব হলে বিলিয়ন ডলারের ডাটা এন্ট্রির বাজার হারিয়ে ফেলবে এদেশ। এ চিঠির অনুলিপি প্রতিটা রাজনৈতিক দলের সংসদীয় নেতার কাছেও ছিল। রাশেদ খান মেনন আমার কাছে লিখেন, সংসদে উত্থাপন করার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রস্তাব পাঠাতে। আমি সংশিষ্ট সাময়িকী থেকে সংগৃহীত কিছু তথ্য ও কয়েকটা প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। এ চিঠির অনুলিপি স্পীকারের কাছে পাঠাই। স্পীকারের পক্ষ থেকে একান্ত সচিব মোঃ হেমায়েত উদ্দিন খান আমাকে চিঠি সূত্র নং ঃ স্পীকার/(পিএস)-১৬/৯৩(৩৭) লিখে জানান– "আমার প্রেরিত চিঠিটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু এ মূহুর্তে আমার মনে হয়, সংসদে ব্যক্তিগত রাজনীতি ও ক্ষমতা ভাগাভাগীর বিতর্কে ডাটা এন্ট্রির মত বিষয় অজানা তিমিরে হারিয়ে গেছে। আমি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজের উদ্যোগে শিল্প উদ্যোক্তারা উন্নয়ন" শীর্ষ কর্মশালায় অভিমত ব্যক্ত করেছিলাম ডাটা এন্ট্রি শিল্পের জন্যে সরকারী উদ্যোগ অপরিহার্য। তন চিটাগাং চেম্বার প্রেসিডেন্ট আমার কাছে প্রেরিত স্পীকারের চিঠির কপি নিয়ে বলেন, চিটাগাং চেম্বার এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ করবেন। সুতরাং, সংসদ বা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব না ঘটিয়ে বাংলাদেশকে কমপিউটার জগৎ-এর ডাটা এন্ট্রির করিডোরে প্রবেশ করাবে– এটাই এ সময়ে প্রধানতম প্রত্যাশা।

ইফতেখারুদ্দিন এম. ফয়সাল চৌধুরী
ডট ফাইভ কমপিউটার্স, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

মাসের পয়লা কমপিউটার জগৎ চাই

বাংলাদেশের প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মানসম্পন্ন কমপিউটার বিষয়ক ম্যাগাজিন 'কমপিউটার জগৎ' নিয়মিত পড়ি এটা কোন অবস্থাতেই অন্যায় হতে পারে না। কমপিউটার জগৎ-এর মাধ্যমে কমপিউটারের পুরো জগৎটাই জানার সৌভাগ্য হচ্ছে মাতৃভাষায় এবং ঘরে বসে – সেজন্যেই তো মাসের প্রথম সপ্তাহে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। কিন্তু ইদানিং প্রত্যেক পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করে থাকবেন যে মাসের পয়লা তারিখে যেখানে পত্রিকা প্রকাশ হওয়ার কথা সেখানে প্রত্যেক সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশেই যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে।

প্রকাশনার যেকোন কাজই প্রচুর ঝামেলাবহুল সন্দেহ নেই কিন্তু সেভাবে কমপিটার জগৎ কর্তৃপক্ষেরও প্রস্তুতি থাকা উচিৎ। প্রত্যেক সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশেই বিলম্ব ঘটবে এমনটা কখনোই কাম্য নয়। এতে পাঠক-পাঠিকারা ক্রমেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন। কমপিউটার জগৎ যেভাবে একের পর এক পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে চলেছেন– ইউরোপ বা আমেরিকার মত উন্নত দেশ হলে এ নিয়ে ধৈর্যের সীমা উপড়ে ফেলার গুরুতর অপরাধে বড় রকমের মামলা মোকদ্দমা হয়ে যেতে পারতো। তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশের – তাও আবার মফস্বলের একজন পুচকে পাঠিকা আমিই বা আর কি করতে পারি। কমপিউটার জগৎ-এর পাঠকের মতামত বিভাগের মাধ্যমে আমি এ অবস্থার তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং পরবর্তী সংখ্যা থেকেই এ অবস্থার নিরসন চাই। মাসের পয়লা তারিখের মধ্যে পাঠকদের কাছে কমপিউটার জগৎ প্রকাশের পর পৌঁছে দেয়ার সব রকম ব্যবস্থা করা হোক, এটাই প্রত্যাশা।

সৈয়দা কেয়া তাসনীম
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৩৪০০

C-Kers
the C/C++ Programmers' forum

সি–কারস্

C/C++ প্রোগ্রামারদের অবাণিজ্যিক ফোরাম

সি-কারস্ কেন

- সি-প্রোগ্রামারদের পরস্পরের মত বিনিময়ের মাধ্যমে দেশের প্রোগ্রামিং ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করার জন্য।
- সি-প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ এ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং তা সমাধান করতে।

কারা সদস্য হতে পারবেন

- C/C++ বিষয়ে আগ্রহী যে কেউ সদস্য হতে পারেন। প্রোগ্রামার বা যারা প্রোগ্রামিং শিখছেন, এমন কি এ বিষয়ে যাদের আগ্রহ আছে সবাই সদস্য হওয়ার যোগ্য।
- সি-কারস্ এর ঠিকনায় চিঠি লিখে বা ফোন করে আপনার ঠিকানা বিস্তারিত জানিয়ে সদস্য হতে পারেন।

সি-কারস্ এর কার্যক্রম

- শুধু মাত্র ডাক খরচ পাঠিয়ে সদস্যরা সি-কারস্ নিউজ লেটার পেয়ে থাকেন।
- প্রতি মাসের তৃতীয় শুক্রবার বিকেলে সি-কারস্ এর মাসিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়।

সকল যোগাযোগ ঃ

সি–কারস্

৪৪/সি ইন্দিরা রোড ঢাকা-১২১৫
ফোন ঃ ৮১০৭৮৫, ৩১০৭০৯

বিজ্ঞাপন মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর সৌজন্যে

ঘোষণা

অনিবার্য কারণ বশতঃ এ সংখ্যা কমপিউটার জগৎ প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত।

স.ক.জ.